Handout Number : 2260

**PM expresses concern at the Israeli airstrikes**

**Foreign Secretary hands over PM's letter to Palestine Ambassador**

Dhaka, 12 May 2021:

 Foreign Secretary Masud bin Momen handed over a letter expressing concern at the recent airstrikes unleashed by the Israeli military to the Palestinian Ambassador Yousef S Y Ramadan from Prime Minister Sheikh Hasina addressed to Palestinian President Mahmoud Abbas today at his office. The Foreign Secretary conveyed the concern of Prime Minister Sheikh Hasina regarding the current development in Gaza.

 Ambassador of Palestine deeply appreciated Prime Minister Sheikh Hasina for her concern about the Palestinian people and sending a letter to the Palestinian President to express her solidarity with the just cause of Palestinians. The Ambassador mentioned that 'Sheikh Hasina' is a household name in Palestine. The people of Palestine invariably love and respect Prime Minister Sheikh Hasina for her unflinching support for them. The Ambassador appreciated continued support of Bangladesh and the empathy of Bangladeshi people for the oppressed occupied people of Palestine.

 Bangladesh appreciates the OIC Secretariat for convening an emergency meeting of the Council of Permanent Representative to the OIC and passing a resolution about the atrocities inflicted upon the civilians by the occupying forces. In this connection, the Foreign Secretary said that OIC might convene an emergency meeting of OICFM or Al Quds Committee for a sustainable solution to the evolving situation. He stressed that the latest development in Gaza may be taken to the UNGA or UNSC through the OIC Secretariat for a sustainable solution of the Palestinian crisis.

#

Tohidul/Sahela/Sanjib/Joynul/2021/1940 hours

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৭৬

**বরিশাল বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 বরিশাল জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ) সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৫৯ হাজার ৭৭৭টি পরিবারের ২ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯৬ জনের মাঝে ২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৬০টি পরিবারের ১১ লাখ ৮১ হাজার ৭০ জনের মাঝে ১১ কোটি ৮১ লাখ ৭ হাজার ৪০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শিশু খাদ্য ক্রয় (নগদ অর্থ) খাতে এ পর্যন্ত ৬৯০টি পরিবারের এক হাজার ৩৮০ জনের মাঝে ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ ফোনের মাধ্যমে ২৩৪টি পরিবারের এক হাজার ৬৩ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ৮৮৩টি পরিবারের এক লাখ ৩ হাজার ৫৩২ জনের মাঝে এক কোটি ৩৭ লাখ ৯৪ হাজার ৩০০ টাকা ত্রাণকার্য (নগদ অর্থ) বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৫০ হাজার ৮৫০টি পরিবারের ২ লাখ ৩ হাজার ৪০০ জনের মাঝে ২ কোটি ২৮ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ ফোনের মাধ্যমে ৩০টি পরিবারের ১২০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৭৫

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৪৭১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২৯০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৭৮ হাজার ৬৮৭ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৭৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ১৯ হাজার ৬১৯ জন।

#

দলিল/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৭৪

**নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হবে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২’**

**- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২’ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তাছাড়া ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২’  এর  ধরণ  অর্থাৎ সেটি  যোগাযোগ  উপগ্রহ  নাকি  আর্থ কিংবা আবহাওয়া উপগ্রহ হবে সে বৈশিষ্ট্য  নির্ধারণে বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন।  বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২  উৎক্ষেপণ  বাস্তবায়নে কাজ ইতোমধ্যে শুরু  হয়েছে । নির্বাচনী  ইশতেহার  অনুযায়ী  নির্ধারিত  সময়ের  মধ্যে  তা  বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকায় মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১  উৎক্ষেপণের  চতুর্থবর্ষ  পদার্পণ উপলক্ষ্য  বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিএসসিএল এর চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও  টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেন, বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার, ডাক বিভাগের মহাপরিচালক মো: সিরাজউদ্দিন, বিটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. রফিকুল মতিন, সাবমেরিন ক্যাবল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা  পরিচালক মশিউর রহমান, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সাহাব উদ্দিন, টেশিস এর ব্যবস্থাপনা  পরিচালক ফকরুল হায়দার চৌধুরী, ক্যাবল শিল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জগদীশ চন্দ্র এবং বিএসসিএল এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. সাজ্জাদ হোসেন প্রমূখ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএসসিএল এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা  পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল হান্নান।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন,বাঙালির মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন পূরণের দিন ১২ মে ২০১৮ সাল। এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের  ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস স্টেশন থেকে উৎক্ষেপণ করা হলো দেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। বিশ্বে স্পেস সোসাইটিতে ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হিসেবে লিপিবদ্ধ হলো বাংলাদেশের  নাম। আকাশে বাংলাদেশের পদচারণার প্রথম সোপান ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ জাতীয়  জীবনে এক ঐতিহাসিক সূচনা অবিশ্বাস্য এক অগ্রযাত্রা ।

 এই অগ্রযাত্রা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় চলমান ডিজিটাল  বাংলাদেশ বিনির্মাণের সংগ্রাম  এগিয়ে নেওয়ার এক উজ্জ্বল সোপান অতিক্রম করা। মোস্তাফা জব্বার বলেন, টেলিকম প্রযুক্তির

অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন   বলিষ্ঠ  নেতৃত্বের কারণে সেই সময় বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের  আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হয়।  তাঁরই  সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর রূপকল্প  বাস্তবায়নের  অংশ  হিসাবে  ২০০৯  সালে  তিনি  ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশকে ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী  গর্বিত দেশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এর  আগে  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের উদ্যোগ নেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 মহাশূন্যে উৎক্ষেপিত  ৩৭০০ কিঃ গ্রাঃ ওজনের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১  ১৫ বছরের অধিক সময় মহাশূন্য থেকে  নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে কম্পিউটারে বাংলাভাষার উদ্ভাবক মোস্তাফা জব্বার বলেন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সুবিধার ব্যাপক প্রসার ঘটছে, তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল সমগ্র বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমায় নিরবচ্ছিন্ন  টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচারের নিশ্চয়তা, বর্তমানে বিদেশী স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রদেয় বার্ষিক ১৪ মিলিয়ন  ডলার সাশ্রয়, ট্রান্সপন্ডার লীজের মাধ্যমে বৈদিশিক মুদ্রা আয়, টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার পাশাপাশি টেলিমেডিসিন,  ডিজিটাল লার্নিং, ডিজিটাল এডুকেশন,  ডিটিএইচ  প্রভৃতি  সেবা প্রদান  করছে।  প্রাকৃতিক  দুর্যোগে  সাবমেরিন  অথবা টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট যোগাযোগ সুবিধা প্রদান, স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার  লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও  পরোক্ষ কর্মসংস্থানে  সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১  এর  ১৪টি  সি  ব্যান্ড  এবং  ২৬টি কিউ  ব্যান্ড  ট্রান্সপন্ডারসহ  মোট  ৪০টি  ট্রান্সপন্ডার রয়েছ।  ৪০টি ট্রান্সপন্ডার দ্ধারা বাংলাদেশ, সার্কভূক্ত দেশসমূহ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ‘স্তান’ভূক্ত দেশসমূহে টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। ইতোমধ্যে ফিলিপাইন ও নেপালে স্যাটেলাইট সেবা বিক্রির প্রক্রিয়া চলছে।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৭৩

**রংপুর বিভাগে কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজও রংপুর  বিভাগের জেলাগুলোতে  করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা   প্রদান করা রয়েছে।

 ত্রাণ কার্যক্রম (নগদ অর্থ) মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গাইবান্ধা জেলায় এখন পর্যন্ত  মোট ৪৮ হাজার ৭২ পরিবারকে ৪৮৫ টাকা হারে ত্রাণ  সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  জেলায় আজও ২ হাজার ৬৮৭ পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়। ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত  মোট ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭০০ পরিবারকে  ৪৫০ টাকা হারে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।  আজও ৪ হাজার ৩৩০ পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১ হাজার দরিদ্র অসহায় মানুষকে শুকনো খাবার প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

 কুড়িগ্রাম জেলায় আজ ১৬ হাজার পরিবারকে ৪৫০ টাকা হারে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জিআর কর্মসূচির আওতায় ৫০০ পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে।

 পঞ্চগড় জেলায়  প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে এ পর্যন্ত  মোট ১ কোটি ১৪ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা  নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় মোট  ৫ কোটি ২৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 ঠাকুরগাঁও জেলায় করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৬৭ জনকে  গতকাল  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে শহীদ মোহাম্মদ আলী স্টেডিয়ামে ৪০০ জন ইমাম-মোয়াজ্জিন, ৬৫ জন অসচ্ছল খেলোয়াড়, ৫২ জন অসচ্ছল সাংস্কৃতিককর্মী এবং ১৫০ জন শ্রমিককে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, চিনি, লবণ, সয়াবিন তেল ও চিড়া।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৮২০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৭২

**খুলনা বিভাগে অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত**

ঢাকা,  ৩০ বৈশাখ (১৩ মে):

 খুলনা বিভাগের খুলনা,  বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, নড়াইল, মাগুরা ও মেহেরপুর জেলায় আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে করোনায় কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আজ বিকালে খুলনার শহিদ হাদিস পার্কে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া সাড়ে তিনশত অসহায়, দুস্থ, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিলো এক কেজি পোলাও চাল, সেমাই এক প্যাকেট, ৫০০ গ্রাম চিনি ও ইফতারি।
এছাড়া নগরীর ১ থেকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৩২ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রায় তিনশত অসহায়, দুস্থ, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ৪০ হাজার ৫০০টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৮৯৯টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৪ হাজার ৫৫০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।  এছাড়াও ৩৩৩ কলের মাধ্যমে  ১১৫ জন অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ২৪ হাজার ৬৬৭টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১১ লাখ টাকা ত্রাণ হিসেবে এবং ৭৬ হাজার ৭৮ টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৪২ লাখ ৩৫ হাজার ১০০ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়।  অসহায় ২০২০ টি পরিবারের শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ এবং ৩৩৩ কল এর মাধ্যমে ৩০ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ করোনাভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের নগদ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১০ হাজার ৭১৭টি পরিবারের মাঝে ৬৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩৮ হাজার ৪৯৭টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৭৩ লাখ ২৩ হাজার ৬৫০ টাকার অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়।

 মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ৪ হাজার ৬৩২টি পরিবারের মাঝে  ৫০০ টাকার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী এবং  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় ১১ হাজার ৩৯০টি  উপকারভোগী পরিবারের মাঝে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ১২  হাজার  ৩৫০টি পরিবারের মাঝে  ৫৫ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ১০০টি পরিবারের মাঝে ৬৭  লাখ ৯৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।

 খুলনা বিভাগের অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৭১

**বাজেট অধিবেশন শুরু ২ জুন**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 আগামী ২ জুন বিকাল পাঁচটায় চলতি বছরের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। এটি হবে একাদশ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন।

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এই বাজেট অধিবেশন আহ্বান করেছেন। তিনি সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেন।

#

তারিক মাহমুদ/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৬১০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৭০

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া চট্টগ্রাম বিভাগে বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুর জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

 চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার সুফল ভোগ করেছে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ১৯০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৯১ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২৫ প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৪২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে এ জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৩৭১টি পরিবার।

 কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ৪১ হাজার ২১৮ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার ফলে উপকৃত হয়েছে এক লক্ষ ৭৪ হাজার ১৭৪ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮ লক্ষ ৩ হাজার ৭৭৯ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১ হাজার ২৮৯টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে আজ পর্যন্ত ৮২২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৬৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত এক কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত এক কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২৬ হাজার ৮০০ পরিবার ও ৮৯ হাজার ৬০০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত এক কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২৬ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

 খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত এক কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৮০১টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে এক কোটি ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত এক কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩ হাজার ২৬৭ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬৫টি পরিবার।

 বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে আজ পর্যন্ত ৭৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ১৪ হাজার ৯১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার মধ্যে এ যাবৎ ৫৮ হাজার ৩০৭টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে এক হাজার ৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে এক হাজার ৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

 লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে এক কোটি ৭৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১ হাজার ৫০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে এক কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫ হাজার ৫৯ টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৩ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

 নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৭ হাজার প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে এক কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৯১ হাজার ৬৯৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩০১টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত এক কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে এক কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ১৯ হাজার ৬৫৪ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত এক কোটি ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩০০টি পরিবার।

 কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ২২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এক লক্ষ ৩ হাজার ৪২০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই এক লক্ষ ৯১ হাজার ১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা ৫ হাজার দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৭ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক হাজার বস্তা। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ৮২০টি পরিবার।

 চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ৫২ হাজার ৫০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা এক লক্ষ এক হাজার ২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট এক লক্ষ ৮৯ হাজার ০৯৯টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১১৩টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৬৯

**ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলার ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

 আজও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

 ঢাকা জেলায় ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৭৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০ টাকা আর্থিক সাহায্য হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

 নরসিংদী  জেলায় ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 শরীয়তপুর  জেলায়  ৫৫ হাজার টাকা নগদ এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৫ টি পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

 ফরিদপুর  জেলায় ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৫০ আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ এবং ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানা গেছে।

#

আনোয়ার/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৬৮

**আওয়ামী লীগ থেকে শিখুন, জনগণের পাশে থাকুন**

 **- বিএনপিসহ সব দলকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 দোষারোপের রাজনীতি পরিহার করে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে শিখে জনগণের পাশে থাকতে বিএনপিসহ অন্য সব দলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির পক্ষ থেকে ওলামা এবং গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন তিনি। এসময় সবাইকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী।

 ড. হাছান বলেন, 'মহামারির এই সময়ে শুধু আওয়ামী লীগই মাঠে আছে, জনগণের পাশে আছে, অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু খাদ্য আর স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রীই নয়, আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট কৃষক লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এমনকি আমাদের মহিলা নেতাকর্মীরাও কৃষকের ধান কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। এমন কাজ কোনো রাজনৈতিক দল করেনি। তাদের বলবো, দোষারোপের রাজনীতি পরিহার করে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে শিখে অন্তত: জনগণের পাশে থাকুন।'

 'বিএনপির পুরো রাজনীতিই তারেক জিয়ার শাস্তি আর বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে, জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে তারা ভাবে না' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজনীতি জনগণের জন্য আর বিএনপির রাজনীতি হচ্ছে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-নেত্রীদের বিচার-শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য।

 'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল দীর্ঘদিন নিঁখোজ থাকা ইলিয়াস আলীর পরিবারের সাথে দেখা করে বলেছেন, এদেশে কেউ নিরাপদ নয়' -গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এই তথ্য উল্লেখ করে এর জবাবে ড. হাছান বলেন, 'ইলিয়াস আলী কিভাবে গুম হয়েছেন, সেটি তো মির্জা আব্বাস সাহেবই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিএনপি নেতারাই তাকে গুম করেছেন এবং এই সত্য প্রকাশের দায়ে আবার মির্জা সাহেবকে কারণ দর্শাও নোটিশও দেয়া হয়েছে।'

 'যে বিএনপি ২১ শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা চালায়, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করে, যাদের আমলে আহসানউল্লাহ মাস্টার, শাহ এএমএস কিবরিয়া, খুলনার মঞ্জুরুল ইমামের মতো মানুষদের প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়, তাদের কারণেই দেশের মানুষ অনিরাপদ বোধ করতে পারে, অন্য কারো কারণে নয়' বলেন মন্ত্রী।

 আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দীর সভাপতিত্বে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

মীর আকরাম/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৬৫৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ২২৬৭

**পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “মুসলিম জাহানের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমানকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

 ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। ঈদের আনন্দ আমাদের সবার।

 ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন পরিব্যক্তি লাভ করুক-এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক। বিশ্বের সকল মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক-আজকের দিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

 অস্বাভাবিক পরিবেশে আমরা ঈদুলফিতর উদ্‌যাপন করছি। করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এক অদৃশ্য ভাইরাস মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা বাধ্য হচ্ছি নিজ নিজ অবস্থানে ধৈর্য সহকারে অবস্থান করতে যাতে অপরকে সংক্রমিত না করি বা নিজে সংক্রমিত না হই। এই বিপদের সময় আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ যারা জীবন বাজি রেখে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ বিপদে মানুষের ধৈর্য পরীক্ষা করেন। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্ব আজ বিপদগ্রস্ত। এসময় সকলকে অসীম ধৈর্য নিয়ে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল মনে একে অপরকে সাহায্য করে যেতে হবে।

 পাশাপাশি আমি করোনা ভাইরাসের এই মহামারিতে অনুরোধ করব, যথাসম্ভব গণজমায়েত এড়িয়ে আমরা যেন ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বিশেষ দোয়া করি যেন এই সংক্রমণ থেকে আমরা সবাই দ্রুত মুক্তি পাই।

 পবিত্র ঈদুলফিতরের এই দিনে আমি মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করছি।

 মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন। আমিন

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২৬৬

**পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ বৈশাখ (১৩ মে) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঈদ মোবারক।

পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ বিশ্ববাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

ঈদুলফিতর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর অপার খুশি আর আনন্দের বারতা নিয়ে আমাদের মাঝে আসে পবিত্র ঈদুলফিতর। দিনটি বড়ই আনন্দের, খুশির। এ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, গ্রামগঞ্জে, সারা বাংলায়, সারা বিশ্বে। এ দিন সকল শ্রেণিপেশার মানুষ এক কাতারে শামিল হন এবং ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেন। ঈদ সবার মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন। ঈদুলফিতরের শিক্ষা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ-এ প্রত্যাশা করি।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এখানে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, কূপমণ্ডূকতার কোনো স্থান নেই। মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহাবস্থান, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাম্যসহ বিশ্বজনীন কল্যাণকে ইসলাম ধারণ করে। ইসলামের এই সুমহান বার্তা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ বছর ঈদুলফিতর এমন একটি সময়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। করোনা মহামারির কারণে জীবন ও জীবিকা দুটোই আজ হুমকির মুখে। এ কঠিন সময়ে আমি সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিবর্গের প্রতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি দেশবাসীর প্রতি যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে ঈদুলফিতর উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে এ মহামারি থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

ইসলামের মর্মার্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মানবতার মুক্তির দিশারি হিসাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, বিশ্ব ভরে উঠুক শান্তি আর সৌহার্দে - পবিত্র ঈদুলফিতরে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/রবীন্দ্র/বিপু/২০২১/১৫৪০ ঘণ্টা